পাক্ষিক

আহমদী

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১ম সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই মে, ১৯৬৮	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১ম সংখ্যা
১৫ই মে, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৪৪১
হাদিস	সংকলন	৪৪৩
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	সংকলন	৪৪৪
দাজ্জালের আবির্ভাব	মাশরেক আলী	৪৪৫
সংবাদ		৪৫২
কেন্দ্রীয় মজলিসে মোশাবেরাত	শহীদুর রহমান	৪৫৩
তামাক	আবু আরেফ মোহাম্মদ ইস্রাইল	৪৫৭
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৪৫৯

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WOLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই মে : ১৯৬৮ সন : ১ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৬ষ্ঠ রুকু

৫৫। এবং যদি প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক হইত, তাহা হইলে (অন্যায়ের প্রতিফল হইতে বাচিবার জন্য) নিশ্চয় উহা বিনিময়ে দিয়া দিত এবং যখন অন্যায়কারীরা আযাব দর্শন করিবে, তখন লজ্জা গোপন করার চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়-

পরায়নতার সহিত মীমাংসা করা হইবে এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

৫৬। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তের মালিকই আল্লাহ্। শুনিয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই তাহা অবগত নয়।

৫৭। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

৫৮। হে মানব নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর সমীপ হইতে উপদেশ এবং অন্তরের রোগ সমূহের নিবারক এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য হেদায়ত এবং রহমত আসিয়াছে।

৫৯। তুমি বল, (এই সমস্ত নিয়ামত) আল্লাহ্‌র ফযলে এবং রহমতে প্রাপ্ত। অতএব ইহার উপরে তাহাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। তাহারা যাহা সঞ্চয় করিতেছে, তাহা হইতে (নিয়ামত) অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

৬০। তুমি বল, তোমরা কি এই কথা) চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা (আকাশ হইতে) নাযিল করিয়াছেন, উহা হইতে তোমরা কতককে হালাল করিয়াছ এবং কতককে হারাম করিয়াছ? তুমি জিজ্ঞাসা কর,, (এইভাবে কার্য করার) অনুমতি আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রটনা করিতেছ?

৬১। যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামত সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানব জাতির প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

★

হাদিস

বিবাহ

(১)

যখন কাহারও সন্তান জন্মগ্রহন করে, তখন যেন তিনি (পিতা) তাহাকে একটি উত্তম নামকরণ করেন এবং সদাচার শিক্ষা দেন। যখন সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন যেন তাহাকে বিবাহ দেওয়া হয়। যখন সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি (পিতা) তাহাকে বিবাহ করান না এবং তারপর সে পাপ করিয়া বসিলে, সেই পাপ তাহার পিতার উপরও বর্তিয়া যাইবে।

(২)

যে ব্যক্তি কৌমর্যকে বরণ করিয়া লয়, সে আমার (রাসুলুল্লাহর) অনুসারীগণের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেন না আমি আমার বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবাহ করাকে অপরিহার্য রূপে প্রদর্শন করাইয়াছি।

(৩)

সেই বিবাহই হইল উত্তম, যাহাতে সল্পতম শ্রম ও ব্যয়ভূষন হইয়া থাকে।

(৪)

যে সকল যুবক যৌবনের সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা উচিৎ; কেননা বিবাহ পাপ হইতে পরিত্রান করে। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিতে পারে, সে যেন রোজা রাখে।

(৫)

কতক লোক তাহার (কন্যার) রূপ লালসার জন্য বিবাহ করে, বাকী কতক তাহার জন্মের (বংশের লোভে) জন্য এবং আর কতক তাহার সম্পদের জন্য বিবাহ করে কিন্তু একজন ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করা তোমাদের উচিৎ।

(৬)

যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, সে তাহার ধর্মের অর্দ্ধাংশ পালন করিয়াছে। অতঃপর তাকওয়ার দ্বারা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দেওয়া যায়।

(৭)

তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত আচরণ করিবার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় কর; যেহেতু তাহারা তোমাদের সাহায্যকারিনী। আল্লাহর আমানতের উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। এবং আল্লাহর কালাম অনুসারে তাহাদিগকে (তোমাদের পক্ষে) আইনতঃ করিয়া লইয়াছ।

(৮)

যাহার স্ত্রী নাই, সে প্রকৃত পক্ষেই দরিদ্র, যদিও তাহার প্রচুর সম্পদ আছে। যে মহিলার সঙ্গী (স্বামী) নাই, সে প্রচুর সম্পদশালিনী হওয়া সত্বেও প্রকৃতই দরিদ্র।

(8500 Precious Gems হইতে উদ্ধৃত)

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

শানে ইসলাম

১। সব দিকে চিন্তাকে চালনা করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি; মুহাম্মদীয় ধর্মের ন্যায় কোন ধর্ম পাই নাই।

২। নিদর্শন প্রদর্শন করে, এমন কোন ধর্ম পাই নাই; এই ফল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাগান হইতেই আমি খাইয়াছি।

৩। আমি ইস্‌লামকে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখিয়াছি; ইহা শুধু আলোকেই আলোকময়। উঠ, দেখ, আমি শুনাইয়া দিলাম।

৪। অন্য ধর্মগুলিকে দেখিয়াছি, কোথাও আলো পাই নাই। কেহ পারিলে দেখাইয়া দিক, যদি আমি সত্যকে গোপন করিয়া থাকি।

৫। এস, জনগণ এখানেই খোদার আলো পাইবে; দেখ তোমাদিগকে সান্ত্বনার পন্থা জানাইয়া দিলাম।

৬। আজ ঐ আলোর এক প্রবল ধারা এই অধমের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে; হৃদয়কে আমি ঐ আলোকমালার প্রত্যেক রঙে রঞ্জিত করিয়াছি।

৭। যখন হইতে আমি এই আলোক পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আলোক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, পরম সত্য সত্তা (খোদার) সহিত আমি আমার অস্তিত্বকে মিশাইয়াছি।

৮। মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অশেষ সালাম ও রহমত হউক; খোদার কসম, এই আলো আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।

৯। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাণের সহিত আমার প্রাণের সদা সম্বন্ধ রহিয়াছে; হৃদয়কে উহা পূর্ণরূপে আমি পান করাইয়াছি।

১০। আপনার মাধ্যমে, আমরা হইয়াছি শ্রেষ্ঠ জাতি হে শ্রেষ্ঠ রসুল! আপনি অগ্রসর হওয়ায় আমরা সম্মুখে পদক্ষেপ করিয়াছি।

১১। মানব সন্তান কেন, সব ফেরেশ্‌তাগণও আপনার প্রশংসায় তাহাই গাহেন, যাহা আমি গাহিয়াছি।

★

দাজ্জালের আবির্ভাব

মাশরেক আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারত জয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ ধীরে ধীরে দাজ্জালের কবলিত হয়। তারা প্রথমে মিশর দেশ জয় করে। পরে সিরিয়া, ইরাক, জর্দান, প্যালেস্তাইন ও আরব ইংরাজ ও ফরাসীদের ম্যাণ্ডেটরী সরকারের আওতায় আসে,- তুরস্কের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। ইরান ও আফগানিস্তান ইংরাজ ও রাশিয়ার হাতের পুতুলে পরিণত হয়। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ভাগাভাগি হয়ে পড়ে ইউরোপীয়নদের হাতে। রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিজয়ের দ্বার খুলে যায়। পাদ্রীদের দ্বারা খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারের মান মন্দির গুলো (যেমন গীর্জা, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল) ভরপুর হয়ে উঠে। আর সঙ্গে ওঠে জিকির যীশুই আল্লার পুত্র, বিশ্বমানবের একমাত্র মুক্তির পাত্র'।

দাজ্জালি ফেৎনা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে। পাদ্রীগণ বলে চলেন, 'আল্লার পুত্র যীশুকে স্বয়ং আল্লাহ বিশ্বমানবের মুক্তির বিধান করে মর্ত-লোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বীয় পুত্রকে অসহ্য ক্রুশ যন্ত্রনাভোগ করিয়ে মৃত্যু দান করিয়েছেন। অতঃপর তিন দিবস নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে, প্রথম মানব আদম থেকে সমূহ মানব জাতির পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে (যীশুকে) জীবিত করে আসমানে তাঁর (আল্লার) দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়ে রেখেছেন। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ যখন স্বীয় পুত্রের দ্বারা বিশ্বমানবের পাপ রাশির প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়েছেন, তখন মানুষ মাত্রই তাঁর (যীশুর) শিষ্য হলেই সে মুক্তি পাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।' রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যখন তাঁদের কবলে, সরকারী চাকুরী যখন তাঁদেরই হাতে, পৃথিবীর রাজত্ব সমূহ যখন তাঁদের করতলগত, তখন পাদ্রীগণের এই সকল বাণী অমৃতের মত হিন্দু, নিগ্রো, বৌদ্ধ, পারসিক জাতি সমূহের মনে বাসা বাঁধল ও তাঁরা দলে দলে খ্রীষ্টান হয়ে গেল।

বহু মুসলিম ওলামা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান রাজত্বে সরকার সৃষ্ট ও পরিচালিত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে, তাঁদের গুন গাইতে শুরু করল। মুসলিম ছাত্ররা বিদ্যালয়ে বাইবেলের বাণী পড়তে লাগল। এমনি করে উচ্চ শ্রেণীর ধনী মুসলিম বেশ বুঝতে পারল যে, 'ঈসা (আঃ) আসমানে আল্লার দক্ষিণ পার্শ্বে বসে আছেন' (মার্ক ১৬:১৯)। ওলামাগণের কেহ কেহ এ চক্রান্ত বুঝতে পারেন নি এমন নয়। কেহ কেহ নির্ভিকভাবে ঘোষণা করলেন, 'ইংরাজী শিখিও না, নাছারা হয়ে যাবে।' অবশ্য গভীর তত্ত্বে তাঁরা তখনও পৌঁছান নি। আর পৌঁছালেও বা কে তাঁদের কথায় কান দিচ্ছে। কেননা অধিকাংশ আলেম তখন খৃষ্টান পরিপুষ্ট এবং উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমবৃন্দ তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন।

এদিকে ওলামাগণের মধ্যে ভীষণ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কেহ বললেন, খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত 'ইঞ্জিল' একই পুস্তক। কেহ বললেন, একই পুস্তক হলেও বাইবেলের সব কথা সত্য নয়, ওর মধ্যে বহু ভুলও আছে। তবে মোটা-মুটি ভাবে তাঁরা বাইবেলকে ইঞ্জিল বলেই বিশ্বাস

করলেন এবং বাইবেল বর্ণিত যীশুকেই কোরআন বর্ণিত ঈসা (আঃ) বলে মেনে নিলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন যে, খ্রীষ্টান ও মুসলিম প্রায় একই জাত। তবে খ্রীষ্টানরা ঈসা নবীকে 'আল্লার পুত্র' বলে থাকে, এই যা ভুল। কোরআনেও ঈসা (আঃ)-এর ভূয়োসী প্রশংসা রয়েছে, যেমন (১) ঈসা (আঃ) ত খঞ্জের পা ভাল করে দিতেন, (২) অন্ধকে চক্ষুদান করতেন, (৩) মৃতকে জীবিত করতেন (৪) মাটির তৈরী পাখীকে জীবন দিতে পারতেন, (৫) তাঁর জন্মের সময় মোজেজা স্বরূপ ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে, খেজুর গাছে খেজুর ফল পেকেছে, (৬) হাদীস শরীফে আছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম বা ইবনে মরিয়ম 'নাজেল হবেন।' ঈসা (আঃ) ও ঐ ঈসা মরিয়ম তনয়, খ্রীষ্টানগণের 'যীশু', যিনি ইস্রাইলদের মাঝে এসেছিলেন। সুতরাং 'নাজেল' শব্দের অর্থ 'আসমান থেকে নেমে আসা' হবে, নইলে মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) আসার কথার কোন অর্থ হয় না।

ওলামাগণ তখন মাথা ঘামাতে লাগলেন, কোরআন মজীদে এমন কোন কথা, ঈসা (আঃ) আকাশে গিয়েছেন আছে কিনা। হাদীস শরীফে যখন আছে, ঈসা ইবনে মরিয়ম নাজেল হবেন, বাইবেলে যখন আছে ঈসা (আঃ) খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে বসে আছেন, তখন এ বিষয়টি কোরআন মজীদে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কেননা কোরআন ও বাইবেল উভয়ই ত আল্লার বাণী, একটি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট নাজেল হয়েছে আর অপরটি ঈসা (আঃ)-এর উপর নাজেল হয়েছে মাত্র। আল্লার বাণী বাইবেলে যখন আছে, তা কেমনে মিথ্যা হতে পারে? বাইবেলে যা থাকবে কোরআনে তা থাকতেই হবে। এই ধারণা ওলামাগণের মাথা খারাপ করে দিল। ওলামাগণ কোরআন অন্বেষণ শুরু করে দিলেন। তাঁরা দেখলেন, কোরআনে এক জায়গায় আছে 'রাফা আল্লাহ এলায়হে' ঈসা (আঃ)-কে আল্লার দিকে উদ্ধারণ করা হলো। অতএব এই আয়াতের অর্থ করলেন, "ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা জীবন্ত অবস্থায় সশরীরে চতুর্থ আসমানে তুলে রেখেছেন এবং কেয়ামতের পূর্বে যথা সময়ে তাঁকে (ঈসাকে) নজুল করবেন আর তিনি সমগ্র মানব সন্তানকে সত্য পথে চালিত করবেন। চতুর্থ আসমানে এই জন্য করলেন যে, চতুর্থ আসমানে রসুলাল্লাহ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছিলেন মিরাজের রাতে।

কোরআন ও হাদীসের উক্তির গোলমাল মিটে গেল। বাইবেল ও কোরআনের সামঞ্জস্য বিধান হোল। ওলামাগণের সঙ্গে পাদ্রীদের মতবিরোধের অবসান হলো, তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, পাদ্রীদের আশাও পূর্ণ হলো। ওলামাগণ এবার ওয়াজ মাহফীলে, বক্তৃতা মঞ্চে প্রচার করতে লাগলেন, ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে স্ব-শরীরে জীবিত আছেন এবং কেয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে নামবেন ও পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁর বয়াত গ্রহন করে পরিত্রান পাবে। এসব কোরআন হাদীসের কথা। যে কেহ এর বিরুদ্ধে বলবে, সে কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে বলবে। নিশ্চয় সে মুসলিম নয়, শক্ত কাফের। আর একটি আবশ্যকীয় কথা ওলামাগণ আবিষ্কার করলেন যে রসুলুল্লাহ বলেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম আমার ওম্মতের মধ্য থেকে হবেন। এর অর্থ হবে, ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নেমে উম্মতে মহম্মদী হয়ে যাবেন। কোরআন, হাদীস ও বাইবেলের সমন্বয় সাধিত হলো।

ওলামাগণের বাধা সৃষ্টিকারক ধনীক সম্প্রদায় সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ে ঈসা (আঃ)-এর আসমানে বসবাস সম্বন্ধে বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছেন। কাজেই ওলামা

সম্প্রদায়ের ওয়াজ—নসিহত সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বিবাদে দানা বাঁধতে লাগলো। ওলামাগণ বলতে লাগলেন, শেষ জামানায় যখন দাজ্জাল নামধারী পৃথিবী ব্যাপী ভীষনাকার জীবের আগমণ হবে, যার একহাতে থাকবে বেহেশত, অন্য হাতে দোজখ। তার একটি চক্ষু অন্ধ হবে; কপালে كافر অক্ষর লিখা থাকবে, শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলিম মাত্রই তা দেখেই তাকে চিনে ফেলবে। সে এক ভীষনাকার গাধায় চড়ে ভ্রমণ করবে, তার গাধার দুইকানের দূরত্ব সত্তর গজ লম্বা হবে। সে গাধা মেঘের গতিতে চলতে থাকবে, সঙ্গে যাবে পর্বত প্রমাণ খাদ্য দাজ্জালের অনুসারীদের খাওয়ার জন্য। আসমান তার আদেশে চলবে, পৃথিবীর ধন দৌলত মৌমাছির মত তার পশ্চাতে ধাওয়া করবে। সে সময় দলে দলে মুসলিমও তার জামাতভূক্ত হবে, তখন আসমান থেকে নেমে আসবেন ঈসা (আঃ)। আর এই দাজ্জাল জীবটাকে স্বহস্তে তিনি 'কতল' করবেন। তার উৎপাৎ থেকে পৃথিবী রক্ষা পাবে এবং সারা পৃথিবী সবাই তখন মুসলিম হয়ে যাবে।

ফল কথা এই যে, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অদ্ভূত অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করে ও প্রচার করে তারা দাজ্জাল (খ্রীষ্টান) হয়ে যাবার মনোরম শয্যা প্রস্তুত করে ফেলেছেন, এরূপ ধারণা কল্পনায় আনতে পারলেন না। বিশ্বের সর্বদেশ দাজ্জালদের অধীনই হয়ে পড়ায় অথবা তাদের প্রভাবাধীন থাকায় এবং ওলামাগণের কর্মতৎপরতায়, গ্রামে গ্রামে তাঁদের দৌড় ঝাঁপে সাধারণ উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমগণ এধারণা হৃদয়ে স্থান দিল নিতান্ত আপনার করে। মুসলিম গণের মধ্যে যখন ক্ষেত্র বিশেষভাবে প্রস্তুত দেখল, তখন শুরু হয়ে গেল দাজ্জালী উৎপাত। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ দলে দলে ছুটে চললেন পল্লীতে পল্লীতে। মুসলিমগণের নিকট তাঁরা বলতে লাগলেন (১) খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম ত প্রায়ই একই; একই উৎস থেকে দুটো ধর্মের উৎপত্তি। (২) মুসলিমদের নবী আদম, লুত, ইব্রাহীম, মুসা, দাউদ, সোলেমান; ইউসুফ ও ঈসা (আঃ) প্রভৃতি হোলেন খ্রীষ্টানদের অ্যাডাম, লট, আব্রাহাম মোসেস, ডেভিড, সলমন, যোশেফ ও যীসাস। (৩) মুসলিমগণ বলেন, বেহেশত আছে, দোজখ আছে, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম নেই; খ্রীষ্টানগনও তাই বিশ্বাস করেন। (৪) মুসলিমগণ ফেরেস্তা মানেন এবং জিব্রাইল ফেরেশতা যে ঈসা নবীর মা মরিয়মের নিকট এসেছিলেন, তাও বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টানগণও এ্যাঞ্জেল বিশ্বাস করেন এবং গাব্রীল যে ঈসা (আঃ)—এর মায়ের নিকট এসেছিলেন তা মান্য করেন। (৫) মুসলিম বলেন, 'ইঞ্জিল কেতাবের কথা কোরআন শরীফে আছে; ঈসা (আঃ)-এর উপর তা নাযেল হয়েছিল; খ্রীষ্টানগণও বিশ্বাস করেন 'বাইবেল' (ইঞ্জিল) যীশুর নিকট এসেছিল। (৬) মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন, কোরআন শরীফের বাণী—(ক) ইসা নবী কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য করতেন; (খ) অন্ধকে চক্ষুদান করতেন; (গ) মৃতকে জীবিত করতে পারতেন—খ্রীষ্টানগণ এগুলো তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করেন, কেননা এগুলো খাস বাইবেলের বাণী। এরপর পাদ্রীগণ আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে যুক্তির মারে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মুসলিমদিগকে বোঝাতে লাগলেন:

(১) ঈসা নবীর মায়ের নাম কোরআনে আছে কিন্তু মহম্মদ সাহেবের * মায়ের নাম কোরআন শরীফে নাই। অতএব ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(২) ঈসা নবীর জন্মের সময় ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে, খেজুর গাছে হঠাৎ পাকা খেজুর ফলেছে, মহম্মদ সাহেবের জন্মের সময় এমন কোন নৈসর্গিক ঘটনা

* খ্রীষ্টানগণ হযরত নবী করিম (সাঃ)-কে মহম্মদ সাহেব বলে থাকে।

ঘটেনি। এতএব ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(৩) মহম্মদ সাহেব চল্লিশ (৪০) বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং তেষট্টি (৬৩) বছর বয়সে মারা যান, পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) জন্ম থেকে নবী এবং ইহা কোরআনের কথা। তিনি এখনও মরেননি। আল্লাহ তাঁকে খাস করে নিজের নিকটে রেখে দিয়েছেন এবং কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবী বাসীকে আবার হেদায়েত করবেন। সুতরাং প্রথমে আমাদের নবী ঈসা এবং শেষেও আমাদের নবী ঈসা (মুহম্মদ সাঃ-এর প্রথমে ঈসা-আঃ এসেছিলেন) কেবল মাঝ পথে মহম্মদ সাহেবের রাজত্ব হয়ে গেছে। তাও আবার মাত্র ২৩ বৎসর। অতএব ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(৪) যখন শত্রুরা ঘেরাও করে মহম্মদ সাহেবকে মারতে প্রস্তুত হয়েছিল, তখন অসহায় অবস্থায় মহম্মদ সাহেব সাধারণ মানুষের মত পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নেন। অতঃপর সেখানেও পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা না দেখে দেশ ছেড়ে মরুভূমি পার হন এবং অসহ্য কষ্ট ভোগ করে মদিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আল্লাহ তাঁর সাহায্যের জন্য সামান্যতম ব্যবস্থা পর্যন্তও করেন নাই। পক্ষান্তরে ঈসা নবীকে যখন শত্রুরা ঘেরাও করে ক্রুশবিদ্ধ করবার জন্য, তখন আল্লাহ অন্য এক ব্যক্তিকে ঈসার রূপে রূপান্তরিত করে স্বীয় বান্দাকে ফেরেস্তার সাহায্যে নিজের নিকট তুলে নিয়ে যান। ইহুদীরা ভুল ক্রমে রূপান্তরিত ব্যক্তিকে ঈসা নবী ভেবে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রাণ সংহার করেন (একথা আসলে মুসলিম ওলামাগণের বানান)। ক্রুশে খ্রীষ্ট মারা গিয়েছিলেন, এই তাঁদের বিশ্বাস, তথাপিও মুসলিমগণকে তর্ক যুদ্ধে হারাবার জন্য তাঁদের অস্ত্র দিয়ে তাঁদের মারতে চেয়েছেন মাত্র। অতএব ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(৫) মহম্মদ সাহেব মদিনার কবরে সাধারণ মানুষের মত শায়িত আছেন এবং তাঁর দেহ সাধারণ মৃতদেহের মত কীটদের খোরাকে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে ঈসা নবীকে আল্লাহ্ জীবিত অবস্থায় নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন। জীবিত ব্যক্তি মৃত অপেক্ষা অবশ্যই বড় এবং ইহা পবিত্র কোরআনের বাণী। অতএব ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(৬) শেষ যুগে (আখেরী জামানায়) যখন সমগ্র পৃথিবী পাপে ভরে যাবে, তখন আল্লাহ্ তদীয় প্রিয়জন ঈসা নবীকে পাঠিয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে পাপমুক্ত করাবেন। তাঁর হাতে সবাইকে বয়াত নিতে হবে (আলেমগণও একথা প্রচার করেন)। অতএব শেষ নবী হলেন কে, ইসা নবী না মহাম্মদ সাহেব? তাছাড়া স্বীয় উম্মত মণ্ডলীরও পরিত্রাণের জন্য আমাদের নবী ঈসার আগমণ হবে আর মহাম্মদ সাহেব কিছু করতে পারবেন না। তাহলে স্পষ্ট হয়ে উঠে, ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

(৭) এতদ্ব্যতীত ঈসা নবী অন্ধকে চক্ষুদান করতেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবনদান করতেন, মৃত্তিকার পক্ষীকে জীবন দিতেন। এমনটি কি মহম্মদ সাহেব তাঁর জীবনব্যাপী করতে পেরেছেন? এর থেকে প্রমাণ হয়, ঈসা নবী মহম্মদ সাহেব থেকে বড়।

অতএব হে মুসলিম বৃন্দ, যে মহামানবকে আল্লাহ এমন গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যাঁর দ্বিতীয় আগমণ ছাড়া মানব কুলের নাজাতের কোন রাস্তা নেই, তখন তাঁর অপেক্ষায় না থেকে (কারণ কখন মৃত্যু টেনে নিয়ে যাবে) তাঁর চিরঞ্জীব শিষ্যমণ্ডলীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে মুক্তির রাস্তা তথা স্বর্গরাজ্যে দাখেল হয়ে যাও।

ওলামাগণের প্রচারণায় এবং পাদ্রীগণের এহেন অখণ্ডনীয় যুক্তিজালে উচ্চ শ্রেণীর মুসলিম থেকে আরম্ভ করে সাধারণ শ্রেণীর মুসলিমগণ ধরা পড়লেন।

ওলামাগণের মধ্যে মাওলানা আবদুল হকও বাদ পড়লেন না। তিনি ও তাঁর ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে কত শেখ ও সৈয়দ যে খ্রীষ্টান হয়ে গেল, কে তাদের নাম স্মরণ করে রাখবে।

মাদ্রাসার পাশ করা মৌলভী শ য়েক শফর আলী, নিজামউদ্দিন, আবদুল্লাহ আথাম, ফতেহ মসীহ, ফতেহ মনসুর, করমদীন, রজব আলী, বেগ সাহেব প্রমুখ উচ্চ বংশীয় শেখ ও সৈয়দ খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর পাদ্রীর আসন লাভ করল। আগ্রা শাহী মসজিদের ইমাম ইমাদুদ্দীন পাদ্রী হয়ে গেলেন এবং লণ্ডন মসজিদের ইমাম খাজা কামালুদ্দীনের ভাই সিরাজউদ্দীন খ্রীষ্টান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কত পুস্তক না রচনা করলেন। কলিকাতার মুসলিম পাদ্রী দানিয়েল আজমী (যাহার সহিত এই অধমের বাহাস চলছে এবং যিনি ইউরোপে অন্যূন ৫০০ বক্তব্য দিয়েছেন) এ, ডি, খান, একীন খান প্রমুখ শত শত মুসলিম খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছে।

মুসলিম জাতির যত গ্লানি, সব তারা পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছে। ইমাদুদ্দীন বা খ্রীষ্টান সিরাজুদ্দীনের লেখা পুস্তক কি কেহ পাঠ করেন নাই? উচ্চ শ্রেণীর মুসলিম ও আলেম সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ দেখে দলে দলে সাধারণ মুসলিম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল আর বলে বেড়াতে লাগল :

(১) মহম্মদ একজন লম্পট, দুশ্চরিত্র, কামুকব্যক্তি; নইলে তের চৌদ্দটি বিবাহ কেন করলেন? তাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে স্বীয় পোষ্যপুত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে তালাক দিতে বাধ্য করিয়ে স্বয়ং বিয়ে করলেন। [(নাউযোবিল্লাহ !!!), (তফসীরে জালালায়েন থেকে খ্রীষ্টানগণ এই ইন্ধন লাভ করেছে)]।

(২) কোরআন আল্লার দেয় বানী নয়; উহা মহম্মদ সাহেবের মুখ নিস্তৃত বানী।

(৩) কোরআন যদি আল্লার বানী হবে, তবে কেন ওলামাগণ উহার বহু আয়েতকে মনসুক বা অচল বলে ঘোষণা করেন। যদি আল্লার বানী হোতো, তা'হলে তা কোন দিন অচল হতে পারত না।

(৪) সত্যই ঈসা আল্লার পুত্র এবং তিনিই বিশ্ব-মানবের একমাত্র মুক্তিরপাত্র। কারণ কেবলমাত্র তিনিই ক্রুশ যন্ত্রনা ও তিনদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে বিশ্ব-মানবের সমুদয় পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হতভাগা ওলামা সম্প্রদায় মুসলিমদিগকে দাজ্জালের দলভুক্ত করিয়ে দিয়ে আজ কানা দাজ্জালের অপেক্ষায় বসে আছেন।

পুনশ্চ আমরা সুরা 'কাহাফে' ফিরে যাচ্ছি, সেখানে আল্লাহ বলেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লার নিমিত্ত' যিনি এ গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাদের জন্য সতর্ক বানী রয়েছে, যারা বলে থাকে, আল্লাহ পুর্ণ জন্ম দিয়েছেন; তাদের অথবা তাদের পিতৃপুরুষদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। এটি একটি ভয়ঙ্কর কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলছেনা।" রসুলুল্লাহ দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই যে রক্ষা কবজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন, যার ব্যাখাই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বুঝান হলে, তা ক্ষুদ্র একটি শিশুও অনুভব করতে পারে। পক্ষান্তরে দাজ্জালী ফেৎনায় পতিত জাতি কিভাবে তা অনুভব করবে?

সুরা 'লাহাবে' আল্লাহ মুসলিমগণকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, দাজ্জাল যা উৎপাদন করবে, তার সমুদয় ধন সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা অর্থাৎ সে আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহ সত্যই বলেছেন "তাকে হত্যার জন্য মসিহ যদি নাও আসেন, তবুও দাজ্জাল (ধ্বংস হয়ে) গলে যাবে—যেমন লবণ জলে গলে যায়।" (মুসলিম)। আধুনিক ঘটনা প্রবাহ ইহার জলন্ত নিদর্শন - যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হবার পর রক্ষাপেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন, তবে ক্রুশীয়

মতবাদ বা দাজ্জালী ফেৎনা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা ক্রুশেই প্রান ত্যাগ ঘোষণা করছে—বিশ্বমানবের পাপের বোঝ 'যীশু'ই বহন করে ক্রুশ যন্ত্রনা ভোগে নিষ্কৃতি দিয়েছেন অর্থাৎ সবার পাপের ভার যীশু একাই নিয়ে মৃত্যুবরণ করে পাপের বোঝা বহন থেকে সবাইকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং যীশুর ক্রুশে মৃত্যুর উপর আস্থাধারী মানব মাত্রই মুক্তির পাত্র।

ঈসা (আঃ) এর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রমাণ :— সদাশয় পিলাত সরকারের সময়ে ইহুদী জাতির চাপে বাধ্য হয়ে পিলাত স্বীয় মতের বিরুদ্ধে যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করেন। পিলাত ও তাঁর স্ত্রী যীশুকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন (মথি ২৭ঃ১৯)। যীশু আল্লার নিকট প্রার্থনা করে ছিলেন, তাঁকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য (মথি ২৬ঃ৩৯)। শুক্রবার মাত্র তিন ঘন্টা ব্যপী যীশু ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন (মথি ২৭ঃ৪৮)। অন্য দুইজন ডাকতের ন্যায় যীশুর পায়ের হাড় ভঙ্গ করা হয়নি (যোহন ১৯ঃ৩৬)। সন্ধ্যা সমাগমে ভীষন ঝড় ও ভূমিকম্প সুরু হয়। মজা কৌতুক—কারী ইহুদীর দল স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। সরকারী কর্মচারী যীশুক মৃত মনে করে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুর পার্শ্বদেশে বর্শার আঘাত করে; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও জল বের হয়ে আসে (যোহন ১৯ঃ৩৪)। ঝড় থামিলে যীশুর শিষ্য আমি থানের যোসেফ জীবিত যীশুকে স্থানান্তরিত করে (দি মিষ্টিক্যাল লাইফ অফ জিশাস, ৫ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)। যোসেফ তাঁর নিজস্ব 'মারহামি ঈসা' মলম লাগিয়ে কবরে তিন দিন যাবৎ শুশ্রুষা করেন এবং পরে ভবিষ্যৎবানী অনুসারে জোনার (ইউনুস—আঃ) ন্যায় তিন দিন মাটির মধ্যে (মাছের পেটের মধ্যে) জীবিত থাকার পর ঈসা (মথি ১২ঃ৩৯) কাফন পরিত্যাগ পূর্বক বাগানের মালির পোশাক পরিধান করে ছদ্মবেশে গ্যালিলিতে চলে আসেন (যোহন ২০ঃ১৫)। অতঃপর শিষ্যদিগকে বলেন, 'আমার হাত, পা পরীক্ষা কর, কেননা আমি যদি ভূত হতাম, তাহলে আমার মাংস বা হাড় থাকত না, যদি বিশ্বাস না হয় মাংস দাও; তারা সিদ্ধ মাছ দিল, তিনি তাদের সম্মুখে খেয়ে ফেললেন (লুক ২৪ঃ৩৯-৪৩)। মস্তকে পশমী স্কারফ গড়িয়ে, দেহে পশমী পোষাক পরে, হাতে একখানা আসা বাড়ী নিয়ে তিনি দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর ভ্রমন করতে করতে 'নসীবনে' এসে পোঁছান (রাউজাতুস সাফ পৃঃ ১৩৩-১৩৫)। ওখান থেকে ইরান ও আফগানিস্তান পাড়ি দিয়ে কাশ্মীরে এসে পোঁছান এবং দীর্ঘ ১২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তবলীগ করে শ্রীনগরের খান ইয়ার ষ্ট্রীট কবরিত হন।

সম্প্রতি জার্মান থেকে একদল বৈজ্ঞানিক যীশুর পরিত্যক্ত কাফন, যা ইতালীর তুরিন সহরে পাওয়া গিয়েছে, তা গবেষণা করে তার থেকে ফটো তুলে প্রমাণ করেছে যে, যীশুকে মলম লাগান হয়েছিল; কাপড়ের এক পার্শ্বে রসের দাগ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জীবিত অবাস্থায় কবরে আনীত হন। কেননা মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত বের হয়না এবং তাহলে কাপড়ে তার দাগ থাকত না। (স্টক হলম টাইডিংনেনজেন, ২রা এপ্রিল, ১৯৫৭)। এর থেকেই বুঝা যায় যে, যীশু (ঈসা-আঃ) ক্রুশে নিহত হন নি। কাশ্মীরের খান ইয়ার ষ্ট্রীটের কবর দেখে বিশ্ববাসীর মন থেকে ঈসা (আঃ)-এর আকাশে গমন বিশ্বাস চিরতরের জন্য লোপ পেয়ে যাবে। কোরআন মজীদের পরবর্তী 'সুরা এখলাসে' আল্লাহ শিক্ষা দিয়াছেন, "বল আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নি, তিনিও জন্মগ্রহণ করেন নি, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নন।" এখানে খ্রীষ্টানদের যে বিশ্বাস, আল্লাহ যীশুর জন্মদাতা অর্থাৎ যীশু আল্লার পুত্র তা কঠোরভাবে তিনি খণ্ডন করেছেন এবং মুসলিমগণকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন তাঁরা কদাচ এরূপ কথা উচ্চারণ না করেন অর্থাৎ খ্রীষ্টান হয়ে না যান। সুরা 'এখলাস' তৌহীদ

তথা আল্লার একত্ববাদ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং পৃথিবীর দুইটি মারাত্মক বিশ্বাসকে খণ্ডন করে। একটি হলো খ্রীষ্টানী মতবাদ আল্লাহ জন্মদাতা অর্থাৎ যীশু আল্লার পুত্র, আল্লাহ জন্মদান করেন। অপরটি বৈষ্ণব মতবাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বা আল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই 'সুরা এখলাস' কোরআন মজীদের তিনভাগের একভাগ শক্তি রাখে বলা হয়।

সুরা 'ফালাকেও' আল্লাহ দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন, 'বল, প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রর্থনা করছি, সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবের (সাররে মা খালাক) অনিষ্ট থেকে, অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে···।' খ্রীষ্টান প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "এবং তুমি সুনিশ্চিতভাবে দেখবে তাহাদিগকে (খ্রীষ্টান) মানবমণ্ডলীর নিকৃষ্টতম জীবন হিসাবে, এমন কি মোশরেকদিগের থেকেও নিকৃষ্ট।"···(২ঃ৯৭) সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব যে, এই খ্রীষ্টান জাত এবং এরাই যে দাজ্জাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুরা 'নাছে' আল্লাহ বলেছেন, "তুমি বল, মানুষের পালনকর্তা, মানুষের রাজা, মানুষের উপাস্যের নিকট কুমন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করে সেই 'খন্নাসের' অনিষ্ট থেকে, সাধারণ মানুষ ও বিশেষ মানুষের (জিন) অনিষ্ট থেকে।" এখানে যে 'খান্নাস' শব্দের কথা ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ হলো ভ্রাগণ। খান্নাস হিব্রু 'নাহাস' শব্দের অপভ্রংশ। 'নাহাসের' অর্থ 'সর্প', যে প্রথম মানুষকে প্রতারিত করেছিল। 'শয়তান' যার হাত থেকে আশ্রয় প্রয়োজন, সেই শয়তানই হলো সেই পুরাতন সর্প, যে শেষ যুগে (কেয়ামতের পূর্বে) অন্য মূর্তিতে (দাজ্জালরূপে) প্রকাশ পাবে। যেহেতু সেই সর্পের (দাজ্জালের) ফেৎনা ভীষনাকারে ও ভয়ঙ্করূপে দেখা দিবে (বর্তমানে দিয়েছে)। অতএব তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ এই দোয়া শিক্ষা দিয়ে কোরআন শেষ করেছেন।

ধাতুগতভাবে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে বলে আশা করি।

'দাজ্জাল' দাজ্‌ল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। দাজ্‌ল অর্থ ধোকা দেওয়া। সুতরাং দাজ্জাল শব্দের অর্থ হলো ধোকা দেনেওয়ালা অর্থাৎ ধোকাবাজ, প্রতারক যে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করে, সত্য গোপন পূর্বক মিথ্যা প্রচার করে। ঈসা (আঃ) আল্লার নবী, কাশ্মীরের খানইয়ার ষ্ট্রীটে স্বাভাবিক মৃত্যুর পর কবরে শায়িত আছেন। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানগণ বলেন আসছেন, তিনি আল্লার পুত্র, আসমানে স্ব-শরীরে জীবিত আছেন। ইহা কতবড় ধোকা বা প্রতারণা।

আল্লাহ চিরঞ্জীব, সৃষ্টিকর্তা, অবিনশ্বর, কাহারও গর্ভজাত নহেন, আহার বিহারে পরাঙ্মুখ ও সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের অনেক উর্দ্ধে তিনি। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানদের মতে যীশু ক্রুশে হত হয়েছেন, মা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন আহার বিহার করেছেন, ক্রুশের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন অথচ যীশু আল্লাহ্ হন কি করে। ইহ কত বড় ধোকা।

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস, আল্লাহ তিনজন ঃ গড দি ফাদার, গড দি সন, গড দি হোলে ঘোষ্ট। 'পিতা' স্বয়ং আল্লাহ, 'পুত্র' স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট এবং 'পবিত্রাত্মা' জিব্রাইল ফেরেশতা পরস্পর পৃথক সত্ত্বা, আবার তাঁরা তিনজনে একত্রে ঈশ্বর। এই ধরণের কথা ত তিন -এ এক, আবার তিন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা, সে গণিত শাস্ত্র বলুন, তর্ক শাস্ত্র বলুন, বা বিজ্ঞান শাস্ত্র বলুন,—সব শাস্ত্রের উর্দ্ধে। ইহা কত বড় ধোকা! খ্রীষ্টানরা ব্যবসায়ীরূপে এসে রাজ্য জয় করে বসল। ইহা কত বড় ধোকা! আবার রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে

পাদ্রী প্রেরণ করে গীর্জা হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করল, ইহা কত বড় ধোকা।

দাজ্জালের অন্য অর্থ হয়, 'বৃহৎ দল' যারা পন্য দ্রব্য নিয়ে ভ্রমণ করে'। এই অর্থে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মুসলিমদের বানিজ্য(স্থল পথে ও জল পথে) সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করে খ্রীষ্টানরা ব্যবসা বাণিজ্যে পৃথিবীর অধিপতি হয় এবং এর জের এখনও চলছে।

দাজ্জালের অর্থ ইহাও হয়, 'জন বাহুল্য দ্বারা জমিনকে ঢেকে ফেলা।' খ্রীষ্টানগণ এক্ষনে সমগ্র পৃথিবীতে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান।

ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দ্বয় 'আজ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 'আজ' অর্থ অগ্নি। অর্থাৎ আগ্নেয় বিদ্যায় যারা অধিক পারদর্শী বর্তমানে রাশিয়া ও আমেরিকা আগ্নেয় অস্ত্র তথা বিভিন্ন শ্রেণীর বোমার সাহায্যে সমগ্র জগতকে কবলিত করতে চাচ্ছে।

দাজ্জাল মুসলিমকে বিনষ্ট করতে চায়ঃ—

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ একই সম্প্রদায়। এবং উভয়েই ইসলামের শত্রু। একটি ধর্ম বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামকে ঘায়েল করেছে। অপরটি রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। ইস্রাইল রাষ্ট্রের উৎপত্তির সময় মাজুজ (আমেরিকান ব্লক) একমাত্র সহায় ছিল বললে ভুল হবে; কেননা তখন ইয়াজুজ (রাশিয়া) নীরব ছিল। এই নীরবতা সম্মতির লক্ষন ছিল অর্থাৎ হৃদয় থেকে মুসলিমকে পর্যুদস্ত করাই তাদের লক্ষ্য। সহজ ভাষায়, একদল (দাজ্জাল) ইসলামকে বিনষ্ট করতে চায় আর অন্যদল (ইয়াজুজ মাজুজ) মুসলিমকে বিনষ্ট করতে চায়।

★

প্রাদেশিক মজলিশে শূরা

আগামী ২৫শে ও ২৬শে মে, ৬৮ সাল মোতাবেক ১২ই ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ৭৪ সাল শনি ও রবিবারে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিশে শূরা ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১, দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত শূরায় বিবেচনার জন্য স্থানীয় সবল জামাত হইতে প্রস্তাব সমূহ প্রেরনের নিমিত্ত জামাতের কর্মকর্তা দিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

"খোদাকে ফজল আওর রহমকে সাথ"

কেন্দ্রীয় মজলিশে মোশাবেরাত

শহীদুর রহমান

এই বৎসর আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় মজলিশে মোশাবেরাত (পরামর্শ সভার) অধিবেশন বিগত ৫,৬ ও ৭ই এপ্রিল তারিখে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক আমীর সহ মোট ৯ জন নোমায়েন্দা (প্রতিনিধি) এই শোরায় অংশ গ্রহণ করেন। খাকসারেরও ঢাকা জামাতের তরফ হইতে উক্ত শোরায় যোগদানের সৌভাগ্য হইয়াছিল। মোশাবেরাতে যে সমস্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদন লাভ করে সেই গুলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

৫ই এপ্রিল বৈকাল ৪ ঘটিকায় "আইউয়ানে মাহমুদ" হল ভবনে দোয়া ও হযরত সাহেবের উদ্বোধনী ভাষনের মধ্য দিয়া মোশাবেরাতের কাজ শুরু হয়। হুজুর বলেন, বিগত এক বৎসরে যেমন খৃষ্টান ও জড়বাদীরা ইসলামের উপর তীব্র হইতে তীব্রতর আঘাত হানে, অন্যদিকে তেমনি ইসলাম ও আহমদীয়তের স্বপক্ষে আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণও অধিকতর জোরে শোরে কাজ করেন। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, ইউরোপে প্রকাশিত এক পত্রিকা ইসলাম ও ইহার পবিত্র রসুলের প্রতি জঘন্য ভাষায় আক্রমন করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধকারের কন্যা সেই পত্রিকায় চিঠি পত্রের বিভাগে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং এই নগ্ন হামলার প্রতিবাদে সেই মহিলা চার্চে যাওয়া বন্ধ করেন এবং খৃষ্টানীয়াত হইতে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। হুজুর বলেনঃ দেখ, আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণ কিভাবে ইসলামের স্বপক্ষে কাজ করিয়া যাইতেছেন। অতএব তোমরা নিজেদের দায়িত্বকে উপলব্ধি কর এবং সেইভাবে সেলসেলার খেদমতে আগাইয়া আইস।

অতঃপর নিম্নলিখিত তিনটি সাব কমিটী গঠন করা হয়, যথা ঃ—

(ক) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া সাব কমিটী
(খ) তাহ্‌রীকে জদীদ — ,, ,,
(গ) ওয়াক্‌ফে জদীদ — ,, ,,

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত সাহেব (খ) ও (গ) সাব কমিটীর সভাপতির পদে যথাক্রমে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জনাব শেখ মাহদুল হাসান ও প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে নিয়োগ করেন। ইহা ছাড়াও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সাব কমিটীতে পূর্ব পাকিস্তানের নোমায়েন্দা জনাব ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব ও খাকছার এবং ওয়াক্‌ফে জদীদ ও তাহ্‌রীকে জদীদ সাব কমিটীতে যথাক্রমে জনাব গোলাম আহমদ ও জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেবকে সদস্য হিসাবে লওয়া হয়।

শনিবার অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় হযরত সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হুজুরের নির্দেশে নাজির সাহেবগণ নিজ নিজ দপ্তরের রিপোর্ট পেশ করেন। রাবওয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের জন্য বিভিন্ন জামাতের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা ও উহা আদায়ের রিপোর্ট ও পড়িয়া শুনান হয়। এই স্কীমে পূর্ব পাকিস্তান জামাত সমূহের চাঁদার পরিস্থিতি খুবই নৈরাশ্যজনক। উপস্থিত নোমায়েন্দাগণ আগামী এপ্রিলের মধ্যে ধার্য্যকৃত চাঁদা আদায়ের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

নাজির ইসলাহ ও ইরশাদের রিপোর্ট পাঠ কালে হুজুর জানান যে, জামাতের তরফ হইতে মসিহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাব প্রকাশের জোর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বাজেটে এক বিরাট অংশ বরাদ্দ করা হয় এবং বই ও ছাপা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জামাত সেই সমস্ত বই ক্রয় করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। শোরায় উপস্থিত নোমায়েন্দাগণ এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের প্রতিশ্রুতি দেন।

এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, বহির্দেশের তুলনায় পাকিস্তানে তবলীগ ও বয়েতের সংখ্যা অতি নগন্য। হুজুর আরও বলেন—লণ্ডন জামাত বিগত ১৭ই মার্চ মাসে তবলীগ দিবস পালন করে। শহরে ও উপকণ্ঠে বাচ্চারাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করে এবং ২০টি দলে বিভক্ত হইয়া তবলীগী দায়িত্ব পালন করে। আফ্রিকার একটি বালকের ঘটনা উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন যে, সেই বালক যখন সেখানকার একজন পাদ্রীকে লিটারেচার দিতে যায়। সে উহা লইতে ও ভয়ে তাহার সহিত আলাপ করিতেও দ্বিধা বোধ করে।

সনত ও তেজারত

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগীতার জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার স্যব কমিটির সোপারেশ অনুযায়ী পাকিস্তানে বড় বড় শহরের জামাত গুলিতে একজন করিয়া সনত ও তেজারতের (অর্থাৎ শিল্প ও ব্যবসায়ী) সেক্রেটারীর নিয়োগ হুজুর অনুমোদন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে যথাক্রমে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে উক্ত সেক্রেটারী নিয়োগ করিতে বলা হয়।

ওমুরে আমা

রিপোর্ট পাঠ কালে হুজুর বিশেষভাবে সঙ্গতিপন্ন আহমদীদের বেকার সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসার জন্য আহ্বান জানান।

ওয়াকফে আরজী

চলতি বৎসরে হযরত সাহেবের তাহ্‌রীকে ৭০০০ হাজার ওয়াকেফীন (জীবন উৎসর্গকারী) সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:—

(ক) রাবওয়ায় বসবাসকারী সকল আহমদীকে এই তাহ্‌রীকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) স্থানীয় জামাত সমূহ হইতে ন্যূনতম ১০% সদস্যের ইহাতে যোগ দিতে হইবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে ইহাতে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে।

হুজুর লাজনা আমাউল্লা (মহিলা সংঘের) দরখাস্তের উপর মহিলাদিগকে নিজ নিজ এলাকায় থাকিয়া জামাতের তরবীয়তি কাজ ও কোরআন শরীফ শিখাইবার অনুমতি দেন।

ওয়াকফে জদীদ

হযরত সাহেবের মোবারক তাহ্‌রীক অনুযায়ী জামাতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েরা যাহাতে ওয়াকফে জদীদের 'মালী' দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে, সেইজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়:—

(ক) এই তাহ্‌রীককে সমস্ত জামাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সদরে একজন নায়েব নাজেম নিযুক্ত করিতে হইবে।

(খ) স্থানীয় আঞ্জুমানের খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার আতফালদের নাজেমকে প্রয়োজনবোধে ওয়াকফে জদীদের নায়েব সেক্রেটারী নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(গ) নাছেরাতের সেক্রেটারীও ওয়াকফে জদীদের নায়েব সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিতে পারে।

(ঘ) খোদ্দাম ও লাজনার সহযোগীতায় জামাত ১৫ বৎসর বয়স্ক হইতে নীচে ১ দিন বয়সের ছেলে ও

মেয়ের তালিকা তৈরী করিয়া ৩১শে মে'র মধ্যে সদরে পাঠাইতে হইবে।

(ঙ) ওয়াক্‌ফে জদীদের কাজের জন্য যেখানে ৫২ জন ওয়াকেফীন প্রয়োজন সেখানে মাত্র ১৪ জন পাওয়া গিয়াছে। হুজুর এই কাজে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করার জন্য জামাতকে আবেদন জানান।

তাহরীকে জদীদ

দপ্তরে সউমে (অর্থাৎ তৃতীয় দৌড়ে) মোজাহেদের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য নিম্ন লিখিত সোপারেশ সমূহ অনুমোদিত হয়:—

(ক) নূতন উপার্জনশীল ও নূতন আহমদীদের তালিকা তৈরী করিয়া প্রত্যেক বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দফতর তাহ্‌রীকে জদীদে পাঠাইতে হইবে।

(খ) এই বৎসর যাহারা এখনও ওয়াদা করে নাই, তাহাদের ওয়াদা সংগ্রহ করিয়া ১৫ই জুনের মধ্যে সদরে পাঠাইতে হইবে।

(গ) তাহ্‌রীকে জদীদের সদর দফতর থেকেও নূতন ব্যক্তিদিগকে শরীক হওয়ার জন্য তাহ্‌রীক করা হইবে

(ঘ) বাচ্চা ও মেয়েদের শরীক করার জন্য লজনার সহযোগীতা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) দফতরে সওমের ওয়াদার পরিমান দফতরে আওয়াল (১ম দৌড়) ও দফতরে দওমের (২য় দৌড়) মিলিত ওয়াদার পরিমান ২০% হইতে হইবে।

হুজুর এই প্রসঙ্গে খুশ খবরী দেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্রান্স ভাষায়, কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে এবং জাপানে নূতন মিশন খোলা হইবে (ইনশাল্লাহ)।

কোরআন শিক্ষা:

হযরত সাহেব কোরআন শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন—কোরআনই হইল আমাদের প্রাণ, কোরআনই হইল আমাদের জীবনের উৎস। এই প্রসঙ্গে তিনশালা প্রোগ্রামের উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, ইহাতে ১ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বাকী ২ বৎসর আমাদের হাতে রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জামাতের প্রত্যেক ছেলে, বৃদ্ধ, মহিলা নির্বিশেষে সকলকে কোরআন নাজেরা অর্থাৎ দেখিয়া পড়িতে হইবে। যাহারা কোরআন নাজেরা জানে, তাহারা কোরআনের অর্থ শিক্ষা করিবে এবং এর পরের স্তর হইল মারেফাত হাসেল করা। আগামী ২৫—৩০ বৎসরের মধ্যে দুনিয়ায় যে মহা বিপ্লব সংঘঠিত হইবে তাহা এই কোরআনের দ্বারাই হইবে। বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে। সেই সভ্যতার ভিত্তি কোরআনের শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মোশাবেরাতে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সহিত তুলনামূলক ভাবে কোরআন শিক্ষার উপর বেশী সময় দেওয়া হয়। ইহাতে কোরআন শিক্ষার উপর কত বড় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়।

হুজুরের সমাপ্তি ভাষন:

সমাপ্তি ভাষণে হযরত সাহেব বলেন: আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর মারফত দুনিয়ায় এক সালেহীন ও মোত্তাকীদের জামাত কায়েম করিয়াছেন এবং এই পবিত্র জামাতের নোমায়েন্দা হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব ও অপরিসীম। আপনাদিগকে ইসলামের ও আহমদীয়তের খেদমতে যথা সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।' হুজুর দুনিয়ার কোন কোন জায়গায় মোখালেফাতের উল্লেখ করিয়া এক আবেগপূর্ণ ও জ্বালাময়ী ভাষায় বলেন, কোন শক্তি এই জামাতকে ধরাপৃষ্ট হইতে মুছিতে পারিবে না। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং এই জামাতের রক্ষক এবং খলিফা ইহার ঢাল। তিনি বিশ্বের সমস্ত আহমদীদের মোখাতেব করিয়া বলেন, আপনারা এখন

আন্তর্জাতিক জামাতে রূপ লইয়াছেন। অতএব আপনাদের চিন্তাধারার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ছাপ থাকিতে হইবে। তিনি বলেন, দুনিয়ার যে-কোন জায়গায়ই আহ্‌মদীরা বাস করুক না কেন, তাহারা দেশের আইন-কানুন এবং সেই দেশের পুরাপুরি আনুগত্য করিয়া চলিবে। রাজনৈতিক নীতির সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। তবে আমরা ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের স্বাধীনতা চাই।

ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়ের সুসংবাদ বহনকারী অনেক স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, বিশ্বজোড়া আজাব গজবে ধ্বংসলীলা সাধিত হওয়ার পর, ইসলামও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আদর্শে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মারফত যে নূতন জমিন ও আসমান সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, তাহার ভিত্তি রাখা হইয়াছে। জামাতকে তিনি বিশেষভাবে দোয়া ও দরুদ পড়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর সম্প্রতি যে দোয়ার আবেদন জানাইয়া ছিলেন, তাহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কালে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন বর্ণনা করেন। জামাতের অবগতির জন্য নিম্নে এই দোয়ার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। হুজুর নিম্নোলিখিত নিয়মে ১লা মহরম হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত এই মনযোগ সহকারে পাঠ করার আবেদন জানান :—

"সুবহান আল্লাহে ওয়া বিহামদিহী সুবহান আল্লাহিল আজীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদেঁও ওয়া আলে মোহাম্মদ"।

[ইহা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর এলহামী দোয়া]

(ক) ২৫ বৎসরের উর্দ্ধে সকল পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দিনে—২০০ বার

(খ) ১৫ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর পর্যান্ত সকলের জন্য দিনে—১০০ বার

(গ) ১৫ বৎসরের নীচে থেকে ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য দিনে—৩৩ বার

(ঘ) ৭ বৎসরের নীচে ছেলেমেয়েদিগকে অভিভাবকগণ দিনে ৩ বার করিয়া পড়াইবেন। অতঃপঃ দীর্ঘ দোয়া দ্বারা শোরার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

হযরত সাহেবের সহিত মোলাকাত

রবিবার অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল বৈকাল ৫ ঘটিকায় পূর্ব পাকিস্তানী নোমায়েন্দাদের সহিত হযরত সাহেব এক বিশেষ সাক্ষাৎ দান করেন। পূর্ব পাকিস্তানী নোমায়েন্দাদের সহিত করাচী হইতে ওয়াদুর রহমান ভূঞা উপস্থিত ছিল। হুজুর ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে মোসাফার সুযোগ দেন এবং সকলের কুশলাদি জানিতে চাহেন। প্রায় এক ঘণ্টা এই সাক্ষাৎকার স্থায়ী হয়। যতক্ষন আমরা হুজুরের সহিত অবস্থান করিতেছিলাম, ততক্ষন মনে হইতেছিল আমরা যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশে রহিয়াছি। হুজুরের চেহারা মোবারকে স্বর্গীয় আলোর বিকীরন হইতে ছিল। কখন কোন দিক দিয়া সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা আঁচ করা যায় না। হুজুর পূর্ব পাকিস্তানী আহমদীদের সম্বন্ধে যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা উপস্থিত সকলের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে ইহা সকলের হৃদয়ে চির জাগরুক হইয়া থাকিবে এবং যখনই এই মোলাকাতের কথা স্মরণ হয়, তখন এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকি। হুজুর বার বার আমাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের সালাম পৌঁছাইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আমরা অশ্রু সজল নয়নে যখন হুজুরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 'কসরে খেলাফত হইতে' বাহিরে আসি, তখন মগরীবের সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। কতক্ষনের মধ্যেই মসজিদে মোবারক হইতে মোয়াজ্জিনের সমুধুর আজান ধ্বনি শুনা গেল, আল্লাহু আকবার।

উপরে মজলিশে মোশাবেরাতের রিপোর্টে যে সমস্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আমার নিজস্ব ভাষায় নোট করা। ইহা মজলিশে মোশাবেরাতের হুবহু রিপোর্টের নকল নহে। অতএব ভুল ত্রুটী থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

—লেখক

★

তামাক

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

[সম্প্রতি হুজুর (আহ্‌মদীদিগকে) ধুম পান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। ধুমপানের মারাত্মক কুফল সম্বন্ধে লেখকের এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। (সঃ আঃ।)

মানুষ মদ পান করে, গাঁজা খায়, ভাঙ খায়, আফিং খায়; কিন্তু তামাকের মত প্রিয় নেশা, বহুল প্রচলিত নেশা খুব কমই আছে। মদ, গাজা, ভাঙ, আফিং মানুষ প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে খায়, কিন্তু তামাক প্রকাশ্যে খায়। তামাক কেউ চিবিয়ে খায়, কেউ পুড়িয়ে খায়, কেউ চুন দিয়ে পিষে 'খইনি' বানিয়ে খায়। আবার কেউবা জরদা, কিমাম হিসেবে খায়। যে যেভাবেই খাক না কেন, তামাক ভয়ানক বিষ।

গবেষণায় জানা যায়, তামাকে অনূন পঁচিশটি অতি মারাত্মক বিষ রয়েছে। তামাক পোড়ার ছাই বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়ঃ নিকোটীন, বেঞ্জোপাইরীন, পাইরিডাইন-বেসেস, সোডিয়াম স্যারনাইড, পটাসিয়াম সায়ানাইড, আর্সেনিক, য়্যামোনিয়া, ফারফিউরাল, পাইরল প্রাসিক য়্যাসিড, হাইড্রোসায়ানিক য়্যাসিড, ফরমিক য়্যাসিড, ট্যানিক য়্যাসিড, কার্ব্বোলিক য়্যাসিড কার্ব্বোনমোন অক্সাইড, সালফিউরিটেড হাইড্রোজেন, মার্শগ্যাস, ফোরটাইন, পুট্রিডাইন, পার্ডোলাইন, রুবিডাইন, আলকাৎরা, প্রভৃতি। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে হত্যা করতে ১—১½ গ্রেণ ষ্ট্রিকনিন প্রয়োজন, অথবা ২—৩ গ্রেণ সরফিন দরকার; কিন্তু মাত্র ½ গ্রেন নিকোটিনই একজন পূর্ণ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান লোকের জীবননাশ করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত বিষ সমূহ সোজাসুজি রক্তে মিশতে পারে না বলেই মানুষ তৎক্ষণাৎ মরে না, মরার পথ প্রশস্ত করে, জীবনীশক্তি দুর্বল করে দেয়, আর আস্তে আস্তে দেহযন্ত্রকে ঝাঁঝরা করে দেয়, অপর রোগের প্রবনতা বাড়িয়ে দেয়, দেহের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ক্যানসার, নিমোনিয়া, যক্ষ্মা, য়্যাপেপ্লেক্সি প্রভৃতি রোগ তামাকু বা তামাকজাত দ্রব্য সেবনেরই কুফল। অনেকে বলেন, ধুমপান না করলে মাথা পরিষ্কার হয় না; কিন্তু বিখ্যাত ধুমপায়ী অধ্যাপক রিচেট, যিনি ধুমপানের বিরুদ্ধে থিসিস লিখে ১৯১৩ ইসাব্দে আড়াই লক্ষ টাকার নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বলেন—"তামাকে মাথা পরিষ্কার হয় না। তামাক মানুষের স্নায়ু ও মস্তিষ্কের বিরাট শত্রু। এতে বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও চিন্তাশক্তি কমিয়ে দেয়। আর উপস্থিত বুদ্ধি লোপ করে। তামাক অন্যান্য মাদক দ্রব্যের মত একটা সাময়িক উত্তেজনা দেয় মাত্র। যার লোভে লোক তার নানা-রকম অমূলক গুণকীর্তন করে।" গান্ধিজী বলেন, "ধুমপান মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে "ধোঁয়াটে করে। লিউ-টলস্টয় বলেন, "I cannot understand why man befools himself with tobacco."

গোখ্‌রো, কেউটে, রাসেলস্‌ ভাইপারের বিষেরও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তামাকের মধ্যে যে সব-অতি মারাত্মক বিষ আছে, তার কোন প্রতিষেধকই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অনেকে বলতে পারেন, কৈ তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য খেয়ে তে কেউ মরে না। অন্যান্য বিষ দেহের বিশেষ এক একটি যন্ত্র আক্রমণ করে কিন্তু তামাকের জটিল বিষ সমষ্টি সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে বলে হঠাৎ সবক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু তা অন্তঃশীলা বস্তুর মত সমানে ভিতরে ভিতরে সর্বনাশ করে চলে। যে লোক

প্রথমে তামাকের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না, সেই কালক্রমে দিনে ২৫—৩০টা সিগারেট সেবন করে থাকে। ধূমপানের মাত্রা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেহের মানিবার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়" কিন্তু কত সহ্য করবে শরীর? হঠাৎ একদিন মারা গেল। ডাক্তারেরা বললেন, হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেল।

হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য। অধিকাংশ সমস্ত বিষের কথা ছেড়ে দিলেও, নিকোটিন একাই এক অতি মারাত্মক বিষ। পূর্বেই বলেছি, ½ গ্রেন নিকোটিন একজন পূর্ণ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষের মৃত্যুর কারণ। একটি সুস্বাস্থ্য খরগোসের দেহের কোন জায়গায় লোম কমিয়ে তার উপর মাত্র এক ফোটা নিকোটীন দিলেই আট সেকেণ্ডের মধ্যে তার দেহে আক্ষেপের লক্ষণ দেখা দিবে এবং দু'মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। ব্রিটেনের রেজিষ্ট্রার জেনারেলের রেকর্ডে দেখা যায়, ১৯২২ ইসাব্দে ৬১২ জন ফুসফুসের ক্যানসার ও ফুসফুসের যক্ষ্মায় মারা যায়, ১৯৪৭ সালে ঐ সংখ্যাটি ৯,২৮৭তে গিয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তামাকুট সেবনের জন্যে ফুসফুসের ক্যানসার ও যক্ষার মাত্রা গত ২৫ বছরে পনেরো গুণ বেড়েছে। আইসল্যাণ্ডের লোকরা আগে তামাক পেতওনা, খেতওনা। এ দেশে তামাক বিক্রী শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্যানসার ও ফুসফুসের যক্ষার মাত্রাও খুব বেড়ে চলেছে।

তামাক খাওয়া আজকে নূতন নয়। পিরামিড খুঁড়ে পোড়ামাটী, হাড়, হাতীর দাঁত, আবলুস কাঠ, য়্যাম্বার, সোনা ও রুপোর অনেক বিচিত্র কারুকার্য করা ধূমপানের 'পাইপ' পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, মিশর দেশে তিন চার হাজার বছর আগেও ধূমপানের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। শুধু কি মিশরে? আমাদের এই পাক-ভারতে আর্যদের আসার ও আগে যারা বাস করতো, তাদের মধ্যে তামাকু সেবনের রীতি চালু ছিল। মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার ভূগর্ভ খনন করে দীর্ঘ 'ছ' হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন বেরিয়েছে; এর মধ্যেও পাওয়া গেছে ধূমপায়ীদের নানান উপচার। কিন্তু অতীতে আজকালের মত তামাক সেবন তেমন বহুল প্রচলিত ছিল না। তামাকের নেশায় মানুষ এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, মূল্যবান দ্রব্যের বিনিময়ে তামাক কেনে। তাতাররা বউ, মেয়ের বিনিময়ে তামাক জোগাড় করে। চিরতুষারাবৃত আইসল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও শীলমাছ সিন্ধুঘোটকের মূল্যবান চামড়ার বিনিময়ে তামাক নেয়।" পেটে দিলে পিঠে সয়' প্রবাদ বাক্যটি মানুষ স্মরণে রাখে না আজ। আমার জনৈক বন্ধু একবার বলেছিলেন, "দেখুন একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ধোপ দুরস্ত কাপড় না হলে চলে না।' তখন কিশোর বয়স ছিল, তার ঐ ভাবাবেগপূর্ণ বাক্যে চমৎকৃত হয়েছিলেম। এর অনেক পরে এক পূর্ণ বয়স্ক লোকের মুখে শুনেছিলেম, তিনি না খেয়েও থাকতে পারেন; কিন্তু তার বিড়ি না হলে চলে না। তার কথা শুনে চমৎকৃত না হয়ে দুঃখই পেয়েছিলেম। এই নেশা এমনই জঘন্য যে, মলত্যাগকালে মলত্যাগের স্থানেও ধূমপান করা হয়। মদখোর, গাঁজাখোর, আফিংখোর বা যেকোন খোরই হোক না কেন, পায়খানাতে বসে তারা ঐসব কর্ম করবে না। কিন্তু একমাত্র ধূমপায়ীরাই এরকম জায়গায় ধূমপান করে। অনেককে আমি বলতে শুনেছি, সেইজন্যেই তো ধূমপান ছেড়ে জরদা খইনী, বা সাদা পাতা ধরেছি। কিন্তু ধূমপানের চেয়ে যে এইসব ব্যবহার আরো মারাত্মক তা তারা চিন্তা করেন না।

আমি উন্নত কয়েকটি দেশের হিসেব এখানে তুলে ধরব, তাতে বোঝা যাবে, তামাকের চাহিদা কি ভয়ঙ্কর

এবং মানুষ এই মাদক দ্রব্যটির জন্যে কি বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এ হিসেব প্রায় ১৫ বছর আগের। ইংলণ্ডে বছরে ১১৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের, ফ্রান্সে ৩৮,০০০ ০০০ ফ্রাঙ্কের, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, ৫৬,৭৯০,০০০, ০০০ ডলারের ও চীন দেশে ১৩৭,০০০,০০০ ইয়েনের তামাক ভস্মীভূত করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ শুধু ফুকে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

জেনেভার মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন—"নিয়মিত ধূমপায়ী মাত্রেই মানসিক রোগী।" মনোবিকার না থাকলে বিপুল অর্থ—ব্যয়ে মানুষ এইসব মারাত্মক রোগ কিনবে কেন?

---

* হেমেন্দ্রনাথ নান লিখিত "তাম্রকুট" প্রবন্ধ অবলম্বনে—লেখক।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কিভাবে চলিবে সংসার :

'ভারতে হিন্দু মোসলেম আন্তঃবিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব' নামে ইদানিং কোন কোন পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে :

"আচার্য্য কিশোরীদাস বাজপায়ী সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে একটি জনসংঘ সাপ্তাহিকীতে লিখিত এক নিবন্ধে বলেন যে, বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সম্প্রীতি কেবলমাত্র হিন্দু ও মুছলমানদের মধ্যে আন্তঃবিবাহের মাধ্যমেই সম্ভব।

তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলিতে কেবল মাত্র হিন্দু ও মুছলমানের সম্প্রীতিই বুঝায়। খৃষ্টান ও পার্শীদিগকে তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। কেননা প্রথমতঃ তাহারা সংখ্যায়ও অতি অল্প এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে কখনো কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নাই।

তিনি বলেন, ভারতীয় মুছলমানদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদের জীবনের অবশিষ্ট সময় ভারতেই কাটাইতে হইবে এবং সেই কারণেই হিন্দুদের সহিত তাহাদের মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। তিনি বলেন, যেক্ষেত্রে আমরাও মুছলমানদের ন্যায় আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ কেন হইতে পারিবে না?

আচার্য্য বাজপায়ী আরো বলেন যে, যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের নামের ভাষাটি পর্যন্ত আরবদের নিকট হইতে ধার করা হয়, তাহা হইলে একজন ভারতীয় হিসাবে তাহাদের নাড়ীর স্পন্দন কিভাবে হইতে পারে? প্রসঙ্গতঃ তিনি উল্লেখ করেন যে, চীন ও জাপানের জনগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ভারত এই বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি। কিন্তু এই দুইটি দেশের জনগণ তো ভারতীয় নাম ব্যবহার করে নাই; তাহা হইলে ভারতীয় মুসলমানরাই কেন আরবী নাম ব্যবহার করিবে?

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র অবস্থা হইতেই সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের শুরু হয়। ভারতেও হিন্দু-মুসলেম আন্তঃবিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের শুরু হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।"

এখানে স্বতঃই কতকগুলো প্রশ্ন জাগে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের নামে দাঙ্গা চল্‌ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাই বুঝায়। চীন ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা হয়েছে। জন্মস্থান ভারত হতে বৌদ্ধধর্ম কি কারণে, কিভাবে লোপ পেলো—সেকথা বলা হয়নি। আরব হতে ইসলামের অনুরূপভাবে কোন বিদায় ঘটেনি। এসব কথা রেখে প্রস্তাবিত আন্তঃ-বিবাহের কার্যকারিতা সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। ভারতীয় নেতা আচার্য্য বাজপায়ী সাম্প্রদায়িকতা দূর করার উদ্দেশ্য যে নুকছা বাতলিয়েছেন, এরও আসল উদ্দেশ্য হ'লে, ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ইসলামেরও বিদায়ের পথ খোলাসা করা কিনা সে প্রশ্নও এখানে তুলছি না।

কথা হলো, হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অস্পৃশ্যতা। হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ধর্মে চলেছে শুধু বর্ণবৈষম্যের স্বীকৃতিই নয়,—আধিপত্যও। অপরদিকে ইসলামে এরূপ বৈষম্য অপরিচিত। এমনি অবস্থায় হিন্দু ধর্মের একটি মৌলিক শিক্ষাকে বিসর্জন না দিয়ে প্রস্তাবিত আন্তঃবিবাহ কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী করা যাবে? অনুরূপ বিবাহ বন্ধনের ফলে যে সব সন্তানের জন্ম হবে এরা হিন্দু হবে না মুসলমান হবে এ প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে হবে। তাছাড়া সম্পত্তির মালিকানা, তালাক, খোলা, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রশ্নাদি কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিপালিত হবে এসব প্রশ্নকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা ইসলামে এসবের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। মৃত্যুর পরেও রেহাই নেই। লাশকে পুড়ানো হবে না, কবরস্থ করা হবে—এ সমস্যাও দেখা দিবে। অবশ্য কেউ যদি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ ভুলে যায় বা কাকেও যদি তা ভুলানো হয় তখন আলাদা কথা।

বর্তমানে ভারতে ধর্মনিপেক্ষতার নামে উগ্র হিন্দুদের আধিপত্য যেভাবে বিস্তার লাভ করছে, তাতে অতি সহজেই অনুমান করা যায়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কাকে আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে!

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8 00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1 75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান ঃ

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca-
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.